খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 21 ❑ 07 Aug., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

৭ মাসে ১৭০০ ভারতীয়কে ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা

এম এ হাকিম, বনগাঁ : চলতি বছরের প্রথম ৭ মাসে আমেরিকা এ পর্যন্ত ১৭০৩ জন ভারতীয় নাগরিককে ভারতে ফেরত পাঠিয়েছে। এর মধ্যে ১৫৬২ জন পুরুষ এবং ১৪১ জন মহিলা। লোকসভায় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন। ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি প্রশ্ন করেছিলেন সরকার কি ২০২৫ সালের জানুয়ারী থেকে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো ভারতীয় নাগরিকদের তথ্য সংরক্ষণ করে?

জবাবে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বলেন- গত ৫ বছরে (২০২০ থেকে ২০২৪) মোট ৫৫৪১ জন ভারতীয়কে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। একই সময়ে, ৩১১ জন ভারতীয়কে ব্রিটেন থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত ১৩১ জন ভারতীয়কে এখান থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাসনের প্রকৃত সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে, কারণ কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকদের বৈধ ভ্রমণ নথিপত্র থাকলেও যুক্তরাজ্য সরকার তাদের সরাসরি ফেরত পাঠায়। মন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং আরও বলেন, ভারত আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে নির্বাসিত ভারতীয়দের সাথে মানবিক আচরণ নিশ্চিত করার জন্য ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে। ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ সালের পর, কোনও নির্বাসন ফ্লাইটে যাত্রীদের সাথে অমানবিক আচরণের কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, গত ৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সামরিক বাহিনীর একটি সি-১৭ বিমান ১০৪ জন ভারতীয়কে বহন করে পাঞ্জাবের অমৃতসর বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এই লোকদের পায়ে শিকল বাঁধা ছিল এবং তাদের হাতও শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল। ইউএস বর্ডার পেট্রোল চিফ মাইকেল ব্যাংক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। টেক্সাসের সেন্ট আন্তোনিও বিমানবন্দরে, মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা তাদের এই অবস্থায় একটি সামরিক বিমানে তোলেন। সেখান থেকে ভারতে এই লোকেরা ৪০ ঘন্টার যাত্রা শিকল বেঁধে কাটিয়েছিলেন।

ফের জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষোভের মুখে বিজেপি বিধায়ক

সংবাদদাতা ঃ বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পর এবার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ঢাকা পাড়া জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে স্থানীয়দের রোষের মুখে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক। বিধায়কের পাল্টা অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুগামীরা তাকে হেনস্থা করেছে। দিন কয়েক আগে বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী মাঠপাড়া এলাকায় জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। অভিযোগ, সে সময় স্থানীয় কাউন্সিলর পাপাই রাহার উপস্থিতিতে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা তাকে হেনস্থা করে। তাকে ঘিরে রেখে বিক্ষোভও দেখায়। ফের রবিবার বনগাঁ পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ঢাকাপাড়া জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যায় অশোক কীর্তনীয়া। অভিযোগ, সে সময় স্থানীয় কাউন্সিলর এর অনুগামীরা তাকে হেনস্তা করার চেষ্টা করে।

তৃতীয় পাতায়...

কচুরিপানা দিয়ে তৈরি হস্তশিল্প এবং পাট শিল্প দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দিতে বনগাঁ পৌরসভায় আয়োজিত হলো বিশেষ সেমিনার

রাহুল দেবনাথ ঃ বনগাঁ পৌরসভার স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীদের কচুরিপানা দিয়ে তৈরি হস্তশিল্প অতীতে পৌঁছে গিয়েছিল প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে। এবার কচুরিপানা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প এবং পাট শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করবার জন্য বিশেষ সেমিনার এর আয়োজন করল বনগাঁ পৌরসভা। মঙ্গলবার বনগাঁ পৌরসভার রূপসী বাংলা হলে আয়োজিত এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যের ডিরেক্টর ডঃ কে রঙ্গরাজন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি হস্তশিল্পের জয়েন্ট ডিরেক্টর ডঃ মৌ সেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্ষুদ্র মাঝারি হস্তশিল্পের জেনারেল ম্যানেজার সমিত চ্যাটার্জী, বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ সহ অন্যান্য কাউন্সিলর বৃন্দ। সেমিনার হলে কচুরিপানা দিয়ে তৈরি টুপি, ব্যাগ, ডাইরি, ফাইল, রাখি সহ পাট শিল্প দিয়ে তৈরি বিভিন্ন গৃহস্থালীর সামগ্রীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল।

ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যের ডিরেক্টর ডঃ কে রঙ্গরাজন বলেন, কচুরিপানা এবং পাটের থেকে তৈরী হস্তশিল্পের বিদেশের বাজারে প্রচুর চাহিদা আছে, আজকের এই সেমিনার থেকে এই হস্তশিল্প গুলি বিদেশের বাজারে কিভাবে আরো বেশি আকর্ষণ তৈরি এবং রপ্তানি করবে সে বিষয়ে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের সামনে আলোচনা করা হল, আমি নিশ্চিত, আগামী দিনে এই শিল্প দুটি বনগাঁর নাম আরো উজ্জ্বল করবে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্ষুদ্র ও মাঝারি হস্তশিল্পের জেনারেল ম্যানেজার সমিত চ্যাটার্জী বলেন, কচুরিপানা নদীর একটা জঞ্জাল। আর সেটা দিয়েই বনগাঁ পৌরসভা দীর্ঘদিন ধরে হস্তশিল্প তৈরি করছে, আজকের এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কী করে কচুরিপানারি হস্তশিল্প আরো স্থায়িত্ব এবং আকর্ষণীয় ভাবে তৈরি করে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করা যায়, এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানি করা যায় সে বিষয়ে যারা এটা তৈরি করছে তাদের প্রশিক্ষিত করা হলো। এর পাশাপাশি ঠাকুরনগরে যে জুট মিল আছে তাদের বিভিন্ন হস্তশিল্প নিয়েও বিশেষ আলোচনা করা হলো।

বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র হস্তশিল্প দপ্তরের উদ্যোগে বনগাঁ পৌরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি কচুরিপানা যাতে বিদেশের বাজারে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং বিক্রি হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আজকের এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। যার ফলে এই হস্তশিল্প প্রযুক্তিগতভাবে আরো উন্নত হবে এবং আগামীতে আমরা আরো ভালো কিছু করব।

CAA, SIR'র মাঝে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক

রাহুল দেবনাথ ঃ শনিবার বিকেলে খয়রামারি স্কুল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় যোগদান মেলার আয়োজন করেছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এলাকার গোটা ২৫ পরিবার তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেয় এদিন। যোগদান শেষে তারা বলেন, এতদিন তারা বিজেপি করত। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে যা চলছে, বিশেষ করে বাঙালি বিদ্বেষ। সে কারণেই তারা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করল।

এ বিষয়ে তৃণমূলে যোগদানকারী রুম্পা বিশ্বাস বলেন, বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেভাবে বাঙালিদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে একমাত্র রুখে দাঁড়িয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবাংলা জুড়ে যেভাবে উন্নয়ন করেছে সেই উন্নয়নের সামিল হওয়ার জন্যই আমরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম।

বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিউটন বালা বলেন, সারাদেশ জুড়ে বিজেপি যে অরাজকতা তৈরি করছে, মানুষ তার থেকে পরিত্রাণ চাইছে, এই খয়রামারি গ্রাম থেকে শুরু হলো তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান মেলা। আগামী দিনে বাগদায় বিজেপি বলে কিছু থাকবে না।

সিন্দ্রানী আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন ঘোষ বলেন, একদিকে যেমন সারা দেশ জুড়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তার পাশাপাশি সিএএর নাম করে, বিজেপিরা বিভিন্নভাবে মানুষকে হয়রানি করছে, ফর্ম ফিলাপের নাম করে তাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে, এর প্রতিবাদ জানাতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে প্রায় শতাধিক কর্মী যোগদান করল। আগামীতে বিভিন্ন গ্রামে আরো অনেকে যোগদান করবে ।

যদিও এই যোগদান মেলাকে কটাক্ষ করে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি অমৃতলাল বিশ্বাস বলেন, ওরা কেউই বিজেপি করত না। সমস্তটাই তৃণমূল সাজানো ঘটনা। তৃণমূল কর্মীদের বিজেপির সাজিয়ে যোগদান মেলা করাচ্ছে। আগামী বিধানসভায় তৃণমূল পঁচিশটা আসন পাবে না। এ বিষয়ে ঐ গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা এবং সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শম্পা মন্ডল বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে উন্নয়ন করে চলেছে এবং বাংলা ও বাঙালীদের উপর বিজেপির অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে, তা দেখেই আজ পঁচিশটা পরিবারের প্রায় শতাধিক কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করল।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯১৩৪২২৮৫১৩
৭০৭৬২৭১৯৫২

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ২১ ❐ ০৭ আগস্ট, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

SIR-ই কী ঘুরপথে CAA লাগু করার প্রচেষ্ট!

২০১৯ সালে সংসদে পাশ হওয়া CAA বিল ২০২৪ সালের ১১ মার্চ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পরিণত হয়। এই আইনে বলা হল— পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্থান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে আগত ছয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তার জন্য প্রয়োজন ছয় রকমের বিধি, যা সকলের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। ২০২৪-এর ভোট যুদ্ধ শেষ হলেও CAA তে সেভাবে সাড়া না পওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালে অন্য পথ অবলম্বন করেছে। SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) বা ভোটার তালিকা পুণর্মূল্যায়ন-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার CAA লাগু করতে চাইছে বলে বিরোধী দল সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি অভিমত পোষণ করছে। অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশি রাজ্য বিহারে SIR এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সকলেরই আশঙ্কা— এরপর পশ্চিমবঙ্গের পালা। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে BLO- দেরকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বারবার বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে CAA লাগু হতে দেওয়া হবে না। কারো ভোটারধিকার কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না। যা নিয়ে রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর তর্জা। এরই মধ্যে আবার উত্তর ২৪ পরগণার বাগদাতে বিজেপি'র পক্ষ থেকে CAA তে আবেদনের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপান উতোর। সাম্প্রতিককালে আবার ভাষার কারণে, সোজা কথায় বললে, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে বাংলাভাষীদের নিপীড়িত হতে হচ্ছে ভারতের ভিন্নরাজ্যে। সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের। বহুবছর ধরে কাজ করা বাংলার শ্রমিকরা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কর্মস্থল ছেড়ে ফিরে আসছে নিজের রাজ্যে। তার মধ্যেই অনেক বাংলাভাষীদের মধ্যে শুরু হয়েছে CAA আতঙ্ক। নির্বাচন কমিশন SIR-কে যতই ভোটার তালিকা পুণর্মূল্যায়ন বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে CAA কে লাগু করার বীজমন্ত্র- এটা অভিজ্ঞ মহলের ধারনা। ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্যে ভাষার কারণে বাঙালী নিপীড়নের সাথে সাথে SIR এর মাধ্যমে দিনমজুর খেটে খাওয়া বাঙালীদের জীবন আরও দুর্বিসহ উঠবে কি না, তা জানে শুধুই ভবিতব্য।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

ধারা ৩ (Article 3): পুরুষ ও নারীর সমঅধিকার

রাষ্ট্রপক্ষগুলো পুরুষ ও নারীর মধ্যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ভোগ করার ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ধারা ৬ (Article 6): জীবনের অধিকার

প্রত্যেক মানুষের জীবনের সহজাত অধিকার রয়েছে। এই অধিকার আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে। কাউকে ইচ্ছামতো তার জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মৃত্যুদণ্ড কেবল সবচেয়ে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে এবং আইন অনুযায়ী প্রদান করা যাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধারা ৭ (Article 7): অমানবিক আচরণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

কোনও ব্যক্তিকে নির্যাতন করা যাবে না বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির শিকার করা যাবে না। কারও স্বাধীন সম্মতি ছাড়া তাকে চিকিৎসা বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অধীন করা যাবে না।

যুক্তরাজ্যে ১৯৭০এর দশকে উত্তর আয়ারল্যান্ডে পুলিশের "ফাইভ টেকনিক" নিষিদ্ধ হয়।

শ্রীলঙ্কায় যুদ্ধের সময় এই ধারা ব্যাপকভাব লঙ্ঘন করা হয়েছিল, কিন্তু ২০১৬ সালের পর থেকে কিছু সংস্কার করা হয়েছে।

ধারা ৮ (Article 8): দাসত্ব ও দাস প্রথা থেকে মুক্তি

কোনও ব্যক্তিকে দাসত্বের বা দাসপ্রথার অধীনে রাখা যাবে না। সকল প্রকার দাসত্ব এবং দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ। কোনও ব্যক্তিকে জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করা যাবে না।

মরিতানিয়ায় ২০০৭ সালে আইন পাস করে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশে শিশু শ্রম বন্ধ করতে ২০০৬ সালে শ্রম আইন করা হয়েছে।

ধারা ৯ (Article 9): স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাউকে ইচ্ছামতো গ্রেফতার বা আটক করা যাবে না। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারকের সামনে হাজির করতে হবে।

মেক্সিকো "আরেস্ট ওয়ারেন্ট" ছাড়া আটক করা বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

ধারা ১২ (Article 12): চলাফেরার স্বাধীনতা

একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে বৈধভাবে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির চলাফেরার স্বাধীনতা এবং আবাসস্থল বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশ সহ যে কোনও দেশ ছেড়ে যাওয়ার এবং নিজ

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

শ্রীনগর থেকে ৮১ কিলোমিটার দূরে উত্তর-পূর্বে ২৭০০ মিটার উঁচুতে। পুরো পথটাই দামাল সিন্ধুর গা দিয়ে ফার আর পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। দূরে পাহাড় শ্রেণীর শোভা প্রতিটি যেন ক্যালেন্ডার। এর চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা সোনালি ঘাসে ঢাকা শোনমার্গ এর অর্থ হল সোনার বাগিচা। আমাদের বাকরুদ্ধ করেছে শোনমার্গ। শোনমার্গ থেকে পায়ে হেঁটে আমরা দেখে এলাম খাজিয়ার হিমবাহ ও সিন্ধু নেমেছে এই হিমবাহ থেকে। তার আরও উত্তরে লাদাখ ছাড়িয়ে তিব্বত। সিন্ধুতীরে অনেক ছবি আবদ্ধ করলাম। পরিবারের সকলেই ছবি তুলতে ব্যস্ত। ভুত..নাথ একা জেঠুকে খুঁজে পাচ্ছে না। আমরা আবার ফিরে এলাম শোনমার্গ স্ট্যান্ডে। ওখানে বিনয়দার মেয়ে কুমকুম বায়না ধরেছে ভেজ পকোড়া-র। বিনয়দা ১০০ টাকার পকোড়া কিনে আনলেন। একসঙ্গে এত পকোড়া খাওয়ার কঠিন হয়ে পড়ল। আমরা কিনলাম খরমুজ যা এদিকে পাওয়া যায় না। এই খরমুজ খেতে ফুটির মত। কেউ আর বিশেষ খেলো না। সুতরাং সকলেই ফেলে দিল। এবার আমাদের খেতে দেওয়া হলো ১০ কিলোমিটার দূরে সিন্ধু নদের তীরে একটা সুন্দর পার্কে। খেতে খেতে মনে হল যারা স্বর্গে যায় তারা বোধ হয় এমন পরিবেশের মধ্যেই যাওয়ার সুযোগ পায়। বেচে থেকেই স্বর্গের অনুভূতি, আরো বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকে বাড়িয়ে দেয়।

শ্রীনগরের পাঁচ কিলোমিটার আগেই বাস থেকে নামিয়ে দিল। বাস শহরে যাবে না। এই অত্যাচার প্রায় প্রত্যেকদিনের। ডাল লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ক্লান্ত। গরমে ও রোদে কাশ্মীরকে ভুলিয়ে দিচ্ছে বেলা ছটা, বেলা তিনটের মত প্রখরতা। রাত আটটায় সূর্যাস্ত যায়।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

সেই মৃত্যুকেই ঠাকুমা ছুঁয়ে ফেলেছে। ঠাকুমার আর কোনও বুড়ি ছোঁয়ার প্রয়োজন নেই। শেষ বুড়ি ছুঁয়ে ফেলেছে। দাদুর এবার কী হবে! দাদুর বলা কথাই কেবল মনে আসছে— দাদু সকালবেলাটা উঠোনের চারপাশে যে সমস্ত গাছপালা জন্মাতো সেগুলো পরিষ্কার করত। আমি ঘুম থেকে উঠে দাদুর কাছে গেলে বলতেন, "কী ছোট, বাবু ঘুম ভাঙল! ঘুম ভাঙতে দেরি হল কেন? এখন সাতটা বাজে। এক ঘন্টা দেরি। জীবনের একটা ঘন্টা বেশি ঘুমিয়েই কাটালে। তোমার আয়ু যদি ৭০ বছর হয়, তাহলে এই ৭০ বছরে কত বেশি সময় ঘুমিয়ে কাটাবে জানো? হিসেব করলে দেখা যাবে প্রায় তিন বছর। জীবনের তিনটে বছর তুমি বেশি ঘুমিয়েই ফুরিয়ে ফেলবে। এই তিন বছরে কত কী করা যায় জান তো! তিন বছরে স্নাতক হওয়া যায়, তিন বছরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়। তাই না। শুধু কী তাই! তোমার জীবনে এই বছরগুলোর সকালের মনোরম সময়টা দেখা হল না। শোনা হল না পাখিদের গান। দেখা হল না সকালের ঘাসের উপরের হীরকউজ্জ্বল শিশির বিন্দু।

পশুপাখিরা খুব কম সময় ঘুমায়। আলো ফুঁটলেই হাঁক ডাক শুরু করে। কুকুর সারারাত না ঘুমিয়ে সজাগ থাকে। ঘরের মধ্যে রাতে বিড়াল সজাগ থাকে ইঁদুর ধরার জন্য। দিনের আলো ফুঁটে উঠলেই সবাই দেখে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পশু পাখি মানুষজন। বড় বড় মানুষরা এতই ব্যস্ত, রাতে খুব অল্প সময় ঘুমায়। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঘোড়ার পিঠে বসে মাত্র তিন ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতেন সারাদিন- রাতে। তাইতো তিনি অত বড় যোদ্ধা!

দাদু বলতেন, কখনও অলস ভাবে বসে থাকা উচিত নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়। তবেই না মনের তৃপ্তি। তোমাকে বড় হয়ে পৃথিবীর মুখোমুখি হতে হবে, জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা নিয়ে। তার জন্য তেজ ও শক্তি দরকার। সূর্যদেবই তোমাকে তেজ, দীপ্তি দেবে। সকালের এই সময়ে সূর্যের তেজ কিছুটা নিজের দেহে ধারণ করবে। তাতে তোমার পাওনা হবে অনেক ভিটামিন ডি। মানুষের জীবন বাঁচাতে ভিটামিন ডি'র খুব প্রয়োজন। তোমার রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়াবে। শক্তিশালী শরীর নিয়ে পৃথিবীতে যতদিন থাকবে, ততদিন নিজের বলে বলীয়ান থাকবে।"

দাদুর কথাগুলো চিন্তা করতে করতেই অনেকটা পথ পেরিয়ে আসলাম। ঘাটবাঁওড় এসেই সামনে দেখি, একটা ভ্যান রিক্সা বনগাঁর দিকে যাচ্ছে। তাতে তিনজন মানুষ বসে আছে। আমি হাত দেখাতেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রিক্সা চালক জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোথায় যাবে।"

আমি বাধো-বাধো স্বরে বললাম,"আমাকে মতিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে

চলবে...

জলমগ্ন এলাকা ও ত্রাণ শিবির খতিয়ে দেখলেন জেলাশাসক

ত্রাণ নয়, নদী সংস্কার চাই, জেলাশাসককে কাছে পেয়ে জানালেন স্থানীয়রা

রাহুল দেবনাথ ঃ প্রবল বর্ষণে রাজ্যজুড়ে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি, বনগাঁ মহকুমা এলাকাতেও বেশ কিছু এলাকা জলের তলায়, আজ বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক শারদ দ্বিবেদী। তিনি প্রথমে গাইঘাটা থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলচাতুরিয়া এলাকা পরিদর্শনে যান। সেখানেগ্রামের মহিলারা তাদের অভাব অভিযোগের কথা জানান। তাদের দাবি, ত্রাণ নয়, চাই আশু জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা হোক। যাতে দ্রুত এলাকার জমা জল খাল, বিল ও নদীনালায় গিয়ে পড়ে এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ জল যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করা হোক।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচি সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

গাইঘাটার পর জেলাশাসক বনগাঁ শহরে আসেন, বনগাঁ নীলদর্পণ প্রেক্ষাগৃহে আদিবাস দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, তারপর বনগাঁ থানার ঘাটে ইছামতি নদী পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বনগাঁ পৌরসভা পরিচালিত কচুরিপানা পরিষ্কার করার জলযান ফ্লোটিং হারভেস্টার উদ্বোধন করেন। এ বিষয়ে বনগাঁ মহকুমা শাসক উর্মী দে বিশ্বাস জানান, মাননীয় জেলা শাসক আজ বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বনগাঁ মহকুমায় আসেন। গাইঘাটায় বন্যা দুর্গত মানুষদের সাথে কথা বলেছেন এবং সেখানকার মানুষরা জানিয়েছে, জমা জলটাই তাদের বড় সমস্যা, জমা জল যত দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে বের করে দেওয়া যায় তত দ্রুত তাদের এই দুর্ভোগ শেষ হবে। এরপর তিনি বনগাঁয় আসেন। জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তারপর ইছামতি নদীতে বনগাঁ পৌরসভার কচুরিপানা পরিষ্কার করার জলযান ফ্লোটিং হারভেস্টার উদ্বোধন করেন। এই মেশিনের ফলে আগামীতে বনগাঁর প্রাণের নদী ইছামতি সব সময় পরিষ্কার থাকবে।

আপনিই সাংবাদিক

আপনার এলাকার যে কোন সংবাদ ইউনিকোড ফ্রন্টে টাইপ করে পাঠান। মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে। কোন প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য কোন প্রকার সংবাদ পাঠাবেন না। প্রয়োজনে হোয়াটস্অ্যাপ ম্যাসেজ করুন। ফোন করবেন না।

৯২৩২৬৩৩৮৯৯

জন্মদিনে কিশোর কুমার স্মরণ গাইঘাটা আর্টিস্ট ফোরামের

নীরেশ ভৌমিক ঃ জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও সংস্থার সদস্য সংগীত শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে 'তোমায় পড়েছে মনে...' সংগীতের মধ্য দিয়ে গত ৮ জুলাই মহাসমারোহে শুরু হল গাইঘাটা আর্টিস্ট ফোরাম আয়োজিত সংগীত গুরু কিশোর কুমার এর ৯৬ তম জন্ম-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় অঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচি, কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, অঞ্জনা বৈদ্য, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, উপ-প্রধান বৈশাখী বর, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, কপিল ঘোষ প্রমুখ। উদ্যোক্তারা সকলকে উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে। ফোরামের সম্পাদক অজিত মজুমদার সকলকে স্বাগত জানান।

সুসজ্জিত আলোকজ্জ্বল মঞ্চে কিশোর কুমার শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে মঙ্গলদ্বীপ প্রোজ্জ্বলন ও কিশোর কুমারের প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর প্রখ্যাত অ্যাঙ্কার সাকিল আনসারির পরিচালনায় সংস্থার সদস্য শিল্পী নেহা, মনীষা, সায়িকা, অনুরাগ, বাপ্পা এবং শিশুপুত্রকে সাথে নিয়ে প্রিয়

শিল্পী কিশোর কুমারের তিনটি গান গেয়ে শোনান জয়দেব মজুমদার, কিশোর কুমার ও তাঁর পুত্র অমিত কুমারের অত্যন্ত কাছের মানুষ প্রখ্যাত মিউজিশিয়ান অশোক ভদ্র তাঁর বক্তব্যে কিশোরজী অমিত কুমারের সাথে তাঁর নিকট সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং একটি গান গেয়ে শোনান। স্বনামধন্য সঞ্চালক সাকিল আনসারি লুঙ্গি পরে এবং অভিনয় করে কিশোর কুমার ও মানা দে'র গাওয়া চলচিত্রের একটি গান গেয়ে উপস্থিত দর্শক ও শোতৃমণ্ডলীর মন জয় করে নেন।

হাবড়া বর্ণচোরার বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ থিয়েটারে লোক শিক্ষা হয়। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের এই আপ্ত বাক্যকে অনুসরণ করে নাট্যচর্চা ও প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে হাবড়া বর্ণচোরার নাট্য কর্মীগণ। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক সুবীর নারায়ণ দাস ও তাঁর সংস্থার সদস্যগণ নিয়মিত নাট্য প্রযোজনা করে চলেছে।

বিগত জুলাই মাস জুড়ে বর্ণচোরার সদস্যগণ স্থানীয় জয়গাছি কলোনী জি,এস,পি,স্কুলে এক নাট্যকর্মশালার আয়োজন করেন, কর্মাশালায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাসের ৪০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহন করে। বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি প্রেমী শিক্ষিকা রীয়া সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কর্মশালায় রবি ঠাকুরের জুতো আবিস্কার কবিতা অবলম্বনে একটি নাটক প্রস্তুত কার হয়। বর্ণচোরার কর্ণধার সুবীর নারায়ণ দাস ছাড়াও প্রশিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন, রমা দাস, টুম্পা বসু, মুন্না দাস, প্রিয়াঙ্কা হাওলাদার।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ কুমার সাহা বলেন, 'নাটক হল শিক্ষার অঙ্গন'। নাট্যশিক্ষার মাধ্যমে শিশু কিশোর শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন গুনাবলীর বিকাশ ঘটবে। সে কারনেই বিদ্যালয়ে এই কর্মশালার আয়োজন। কর্মশালার শেষ দিনে কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষনার্থী ছাত্র-ছাত্রীগণ তাদের অভিভাবকগণের উপস্থিতিতে কর্মশালায় প্রস্তুত নাটকটি পরিবেশন করে। এদিন বর্ণচোরার প্রানপুরুষ সুবীর বাবু উপহারপ স্বরূপ ছাত্র ছাত্রীদের সামনে ম্যাজিক প্রদর্শন করেন। কর্মশালা ও এদিনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিদ্যালয়ের সকল পড়ুয়াগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

জলমগ্নদের পাশে নীল আকাশ

নীরেশ ভৌমিক ঃ নিম্নচাপের অতিবর্ষণে প্লাবিত গাইঘাটা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলেকা। ক্ষতি গ্রস্থ কৃষক, কৃষি শ্রমিক সহ দিন আনা, দিন খাওয়া দরিদ্র মানুষজন অনেকেরই রুজি রোজগার এক প্রকার বন্ধ, ফলে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন বন্যা দুর্গত মানুষজন।

এই সমস্ত বানভাসি মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ালো চাঁদপাড়ার নবগঠিত সমাজ সেবি সংস্থা নীল আকাশে এর স্বেচ্ছাসেবি সদস্যগণ।

সম্প্রতি সংস্থার সদস্যগণ কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে সুটিয়া অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার ক্ষতিগ্রস্থ হত-দরিদ্র মানুষজনের হাতে তুলে দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। অন্যতম সদস্য অঙ্কুর পাল জানান, এদিন তারা ১২০ জন দুর্গত মানুষের হাতে খাবার তুলে দিয়েছেন, এলেকার শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন নীল আকাশ সংস্থার সদস্যদের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে চালুন্দা খালের সংস্কার

সংবাদদাতা ঃ মাসাধিক কাল যাবৎ নিম্নচাপের অবিরাম বর্ষণে প্লাবিত গ্রাম-গঞ্জের বিস্তীর্ণ এলেকা। মাঠ-ঘাট ভাসিয়ে জনপদের রাস্তা ও বাড়িঘরেও ঢুকেছে বর্ষার জল। কৃষকের জমির ফসল নষ্ট। অবিশ্রান্ত বর্ষণে দরিদ্র মানুষজনের জীর্ণ ঘরের চাল থেকে পড়ছে জল। বাড়ি-ঘর চেড়ে জলমগ্ন মানুষজন বিভিন্ন স্কুলে বা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এলেকায় ডোবা-পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ায় ঘাল-বিল দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কার না হওয়ায় জনপদের নিকাশি ব্যবস্থা যথাযথ না হওয়ায় জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলেকা। ক্ষুব্ধ মানুষজন। চাঁদপাড়া বাজারের উপকণ্ঠ দিয়ে বয়ে চলা এক সময়কার স্রোতস্বিনী চালুন্দা নদী বর্তমানে সংকীর্ণ ও বদ্ধ খাল আজও জল প্রবাহে অসমর্থ। মজে যাওয়া সেই খাল আজ জঞ্জাল ও জংগলে আবদ্ধ। এমনই অবস্থায় এই খাল দিয়ে এলেকার অতি বর্ষণের জল বের করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে গাইঘাটা ব্লক প্রসাযন। ব্লকের বিডিও নীলাদ্রী সরকারের উদ্যোগে চাঁদপাড়া স্টেশন রোডের নীচ দিয়ে বয়ে চলা চালুন্দা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কালভার্টের দুই পাশের ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার হয়ে গেছে। ফলে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এলেকার মানুষজন জানান, চালুন্দার দু'পাড়ে বাড়ি-ঘর হয়ে যাওয়ায় এবং দার্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জঞ্জাল জমে আবদ্ধ জলাশয়ে পরিনত হয়েছিল। ফলে চাঁদপাড়া বাজার সহ পার্শ্ববর্তী এলেকায় জল জমে থাকতো। জলমগ্ন হয়ে পড়ত পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলেকা। বিডিও খাল সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ায় অতিশয় খুশি এলেকার মানুষজন। শুধু চালুন্দা নয়, বিডিও সরকার গাইঘাটা রামনগর, ঝাউডাঙা ও সুটিয়া অঞ্চলের জলমগ্ন এলেকা পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন বলে জানা গেছে।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

গাইঘাটায় বন্যা দুর্গতদের পাশে বিডিও-সভাপতি

সংবাদদাতা ঃ মাসাধিক কাল যাবৎ নিম্নচাপের অতি বর্ষণে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের সাথে ক্ষতিগ্রস্থ গাইঘাটার বিক্ষিপ্ত অঞ্চলের মানুষজন। ব্লকের পশ্চিম অংশের জলেশ্বর-১, শেরগড়, আমকোলা, মাটিকুমড়ো, ইছাপুর-১ এর পূর্বদিকের ঝাউডাঙা, রামনগর, সুবিদপুর, সুটিয়া ও শিমূলপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলেকা জলমগ্ন। জমির ফসল নষ্ট, অনেকের পুকুর ভেসে মাছ বেরিয়ে গেছে, সবজি এবং ধান চাষিরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন, মার খেয়েছে ফুল চাষও। ব্লক প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে চলেছেন। সর্বত্রই কম বেশি জলে প্লাবিত মাঠ-ঘাট এবং বসত বাড়ি, নীচু এলেকার বাসিন্দাদের ঘরে জল ঢোকায় অনেকেই বাসগৃহ ছেড়ে ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। গত ৬ আগষ্ট ঝাউডাঙা অঞ্চল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে ১৪টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন। জেলা পরিষদ সদস্য শিপ্রা বিশ্বাস, স্থানীয় প্রধান আন্না বিশ্বাস অধিকারী, উপ-প্রধান সমীর বিশ্বাস বানভাসিদের খবর নিচ্ছেন। উপ-প্রধান সমীর বাবু জানালেন, গতকাল বিডিও নীলাদ্রী সরকার স্বয়ং এসে এলেকায় দুর্গতদের জন্য ত্রিপল-পলিথিন দিয়ে গেছেন। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিপ্লব মজুমদার জানালেন স্কুলে বানভাসিরা আশ্রয় নিলেও ক্লাস যথারীতি চলছে। সুটিয়া অঞ্চলের বলদেঘাটা সেতু এলেকার অবস্থা খুর্ব খারাপ, সেখানে পাকা সড়কের উপর হাঁটুসমান জল বইছে। যানবাহন চলাচল এক প্রকার বন্ধ। জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিতে নজর দিয়েছেন বিডিও শ্রী সরকার। চাঁদপাড়া-ডুমা অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া চালুন্দা খালের সংস্কার শুরু হয়েছে। বন্যা দুর্গতদের ত্রিপল ছাড়াও চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা বন্যার্তদের স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। চাঁদপাড়া বাজার সংলগ্ন স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং এর পেছনের পাড়ার জলমগ্ন মানুষজন বিডিও-র দ্বারস্থ হন। পঞ্চায়েত সদস্য চামেলী বিশ্বাস, স্থানীয় বাসিন্দা রাখাল বনিক, রমেন সাহা প্রমুখের আবেদনে সাড়া দিয়ে দু'দিন ধরে পাম্প চালিয়ে চালুন্দা খালে দীর্ঘদিনের জমা জল বের করার ব্যবস্থা করেছেন। রাখালবাবু এজন্য বিডিও শ্রী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বন্যা দুর্গতদের পাশে এভাবে দাঁড়ানোয় এলেকাবাসী সকলেই বিডিও নীলাদ্রি বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি বিভিন্ন এলেকা পরিদর্শন করছেন এবং দুর্গত মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন।

ঝাউডাঙা অঞ্চলে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচি

সংবাদদাতা ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জীর নির্দেশ মতো সারা রাজ্যের সাথে গাইঘাটা ব্লকেও শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার এবং সেই সঙ্গে এবারের নতুন প্রকল্প 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি।

ঝাউডাঙা সম্মিলনী হাই স্কুলে এদিনের কর্মসূচিতে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও নীলাদ্রী সরকার, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি, সহ-সভাপতি অজয় দত্ত, জেলা পরিষদ সদস্য শিপ্রা বিশ্বাস অধিকারী ও উপ-প্রধান সমীর বিশ্বাস আগত বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। বিশিষ্টজনেরা দুয়ারে সরকারের বিভিন্ন শিবির ঘুরে দেখেন। জানা গেল, এবারের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' এই নতুন প্রকল্পে রাজ্যের ৮০ হাজারেরও বেশি বুথের মানুষজন অংশ নেবেন। ২৭ হাজার শিবিরে এলেকার বাসিন্দারা বসে প্রয়োজন অনুযায়ী মতামত দেবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন। সেই সঙ্গে প্রতিটি বুথের জন্য বরাদ্দ ১০ লক্ষ টাকা কোন কাজে এবং কিভাবে ব্যয় হবে, তাও পাড়ার মানুষজন ঠিক করবেন। এদিনের ঝাউডাঙা অঞ্চলের শিবিরে উপস্থিত পঞ্চায়েত এলেকার বাসিন্দাগনের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। প্রধান আন্না দেবী জানান, আগামী দু'দিন অঞ্চলের সবাইপুর, খেদাপাড়া, আংরাইল ইত্যাদি গ্রাম গুলিতে পাড়ায় সমাধান এর শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

ক্ষোভের মুখে বিজেপি বিধায়ক

প্রথমপাতার পর...

অনুগামীদের সঙ্গে তর্কে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন বিধায়ক।

যদিও অশোকের এই অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় কাউন্সিলর বলেন, ভোটে জেতার পর থেকে বিধায়ককে এলাকায় দেখা যায় না। ইছামতি নদী সংস্কার হয়নি। ভোটের আগে ছবি তোলার জন্য এই এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই কারণেই স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানিয়েছে।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

হলফনামা

আমি বুলবুলি খাতুন, বয়স ৪৫ বছর, পিতা- মৃত সৈয়েদ আলি মণ্ডল, গ্রাম-পশ্চিমপাড়া, পোঃ ও থানা- বনগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা-এর বাসিন্দা। আমি বিগত ইংরাজী ১৮/০৭/২০২৫ তারিখে বনগ্রাম নোটারী পাবলিক অফিসার জয়দেব হালদার এর ১৭/২০২৫ নং নোটারিয়াল হলফনামা মারফৎ ঘোষণা করছি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ মৃত চাঁদ আলি মণ্ডল, পিতা-মৃত মনিরুদ্দিন মণ্ডল এর একমাত্র ওয়ারেশ। মৃত চাঁদ আলি মণ্ডল-এর ওয়ারেশগণের নাম যথাক্রমে— ১) সাইদুর রহমান মণ্ডল (৬৮), পুত্র, ২) বাবুরালী মণ্ডল, (৬১), পুত্র, ৩) জাহিদা বিবি (৬৫), বিবাহিতা কন্যা, ৪) হাসিনা খাতুন ওরফে হাসিনা বিবি (৫৪), বিবাহিতা কন্যা, ৫) মৃত পুত্র সৈয়েদ আলি মণ্ডল, (মৃত্যু তারিখ ২৬/১১/২০০৮), ক) মর্জিনা বিবি, (৬৬), পুত্রবধু, খ) মিনা খাতুন ওরফে মিনা মণ্ডল (৫০), বিবাহিতা নাতনি, গ) রিনা খাতুন (৪৬), বিবাহিতা নাতনি, ঘ) বুলবুলি খাতুন (৪৪), নাতনি, ঙ) জিসান আলি মণ্ডল (৪২), নাতি, আমার ঠাকুমা মৃত জবেদা বিবি (মৃত্যু তারিখ ২৬/০৯/১৯৬৩)। আমি সজ্ঞানে ঘোষণা করছি উক্ত মৃত চাঁদ আলি মণ্ডল, পিতা- মৃত মনিরুদ্দিন মণ্ডল এর উক্ত ওয়ারেশ ভিন্ন অন্য কোন ওয়ারেশ নেই। যদি অন্য কোন ওয়ারেশ থেকে থাকে বা আমার বক্তব্যে কোন প্রকার ভুল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তাহলে আমি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২২৯নং আইন বলে দণ্ডনীয় হব।

শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী চেতনা মঞ্চের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সময়ে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলোতে রক্তের সংকট ঘোচাতে বিগত বছর গুলির মতো এবারও এক স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন ভারতীয় জনতা পার্টির অনুগামী গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়ার শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী চেতনা মঞ্চের সদস্যগণ। গত ২ আগষ্ট চাঁদপাড়ায় জাতীয় সড়ক পার্শ্বস্থ বিজেপি'র কার্যলয় সংলগ্ন অঙ্গ নে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৯৩ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ডাঃ জি পোদ্দারের নেতৃত্ব বনগাঁ জে,আর,ধর মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীগণ রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট।

উদ্যোক্তা ও রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে এদিনের উৎসবে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা সুদেব সিকদার, অমর সাহা, অমৃত লাল বিশ্বাস, তারক সরকার, দিব্যেন্দু মণ্ডল, দিপালী বিশ্বাস, হরিশংকর গাইন ও জেলা নেতৃত্ব শংকর চ্যাটার্জী প্রমুখ। দলনেতা এদিনের রক্তদান উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা চন্দকান্ত দাস, অসীম বসু উপস্থিত দলনেতাদের স্বাগত জানান। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার প্রসার ও দেশের স্বাধীনতার সময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদান কে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং সেই সঙ্গে রক্তের সংকট ঘোচাতে গাইঘাটার দলীয় নেতা কর্মীদের এই মহতী ও মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

রক্তদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। শিশু শিল্পী দীপান্বিতা, শ্রেষ্ঠা ও অগ্নিকন্যার সমবেত নৃত্য, বৈশালী বৈদ্যর মনোজ্ঞ সংগীত ও অঙ্কিতা দাসের দেশাত্মবোধ নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। দলনেতা শিক্ষক প্রশান্ত রায়ের পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

ইছামতিতে বেড়েছে জলস্তর!

ডুবে মৃত্যু হল বৃদ্ধের

সংবাদদাতা : বাবার শেষ স্মৃতি ছিল প্রিয় নৌকাটি। আর সেই বাবার স্মৃতি বিজড়িত নৌকা জল থেকে টেনে তুলতে গিয়েই ইছামতির জলে তলিয়ে গেল বয়স একাশির বৃদ্ধ। প্রবল বর্ষণে ইতিমধ্যে ইছামতিতে বেড়েছে জলস্তর। জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। ইছামতির পার্শবর্তী একাধিক এলাকা জলের তলায়। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড দীনবন্ধু নগর নিমাই ঘাটে।

লিশ, জানিয়েছে মৃত বৃদ্ধ নাম নিমাই চন্দ্র সরকার। তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তার দেহটি উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, নদীর ঘাটে বেঁধে রাখা বাবার শেষ স্মৃতি স্রোতে ভেসে না যায় সেই নৌকাটি দেখতে গিয়েছিল বৃদ্ধ নিমাই বাবু। নদীর জল বাড়ায় জলে ডুবে যাওয়া নৌকাটি টেনে তুলতে গিয়ে তলিয়ে যান তিনি। তিনি সাঁতার জানতেন। তবে বয়স ও অসুস্থতার কারণে হয়তো জলে তলিয়ে গিয়ে সাঁতরে উঠতে পারিনি। প্রায় ঘন্টা ধরে বৃদ্ধাকে না দেখে তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবার ও প্রতিবেশীরা ।

রেনেসাঁসে গাছের চারা বিতরণ ও আলোচনা সভা

প্রতিনিধি ঃ অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে পরিবেশ বিষয়ে আলোচনা ও গাচের চারা প্রদান কর্মসূচী পালন করে জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম বিজ্ঞান সংস্থা গোবরডাঙ্গার রেনেসাঁস কর্তৃপক্ষ। গত ২আগষ্ট অপরাহ্নে রেনেসাঁস এর মনি দাশগুপ্ত ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আশিস চক্রবর্তী, বর্ষিয়ান শিক্ষক শচীসুন্দর দাস, বিশিষ্ট ন্যাট্যব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার বিভিন্ন নাট্যদলের সদস্য এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ প্রেমী সুধীজন। রেনেসাঁস এর সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী ও সংস্থার পরিবেশপ্রেমী অন্যতম সদস্য অনিমেষ বসাক সমবেত সকলকে স্বাগত জানান।

পরিবেশের সুরক্ষায় বৃক্ষের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন নাট্যব্যক্তিত্ব নারায়ণ বিশ্বাস, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, অজয় দাস, জয়ন্ত চক্রবর্তী, তপন রায়চৌধুরী, মোহন চন্দ, শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র পাল ও শিক্ষিকা ছন্দালিকা সরকার প্রমুখ। শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী তাঁর স্কুল প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন করে উপকৃত হবার কথা ব্যক্ত করেন। তবে শুধু বৃক্ষরোপন নয়, বৃক্ষচারা গুলিকে নিয়মিত পরিচর্যা করে তোলার আহ্বান জানান শিক্ষক স্বপনবাবু সহ অন্যান্য বক্তাগণ।

এদিনের অনুষ্ঠানে নাট্যকর্মী নমিতা বিশ্বাসের গাওয়া মনোজ্ঞ সংগীত এবং বিশিষ্ট নাট্যামোদী অনিমেষ বসাকের নির্দেশনায় গয়েশপুর করুণাময়ী মিশনের শিশু শিল্পীগণ পরিবেশিত পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষামূলক ''হিজলভাই ও শিমূলবোন' নাটকটি উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। সংস্কৃতি প্রেমী শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইকের সুচারু সঞ্চালনায় রেনেসাঁস আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।
আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।
সোনার দাম পেপার দরে
ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে
জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।
ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্‌ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন
সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা
ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer
শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়
80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com
কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন
প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**